প্রথম আলো

তারিখ 10 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবির সংস্কৃত বিভাগে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের তালা

দুই শিক্ষকের দ্বন্দ্বে ১৩ মাসেও ফল প্রকাশিত হয়নি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

পরীক্ষার ১৩ মাস পরও ফল প্রকাশ না করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার সকালে তৃতীয় বর্ষের ফল প্রকাশের দাবিতে বিভাগের সভাপতি, শিক্ষকদের কক্ষ, দাপ্তরিক কক্ষসহ সবকটি শ্রেণিকক্ষে তালা লাগিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণেই ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

শিক্ষার্থীরা জানান, গত বছরের ৮ এপ্রিল তৃতীয় বর্ষের (২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ) পরীক্ষা শেষ হয়। কিন্তু এখনো ফল প্রকাশ না করায় চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা যাচ্ছে না। দ্রুত ফল প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের অনুরোধ করা হলেও কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁরা সকাল নয়টায় বিভাগের সভাপতির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। পরে বিভিন্ন কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। প্রায় চার ঘণ্টা পর বেলা একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির আশ্বাসে তালা খুলে দেওয়া হয়।

নাম না প্রকাশের শর্তে সংস্কৃত বিভাগের অন্তত তিনজন শিক্ষক জানান, মূলত তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে দুই শিক্ষকের দ্বন্দ্বের কারণেই ফল প্রকাশ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। তাঁরা জানান, তৃতীয় বর্ষের আটটি কোর্সের (বিষয়) মধ্যে ৩০৮ নম্বর কোর্সের নাম 'প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি'। বিষয়টি পড়াতেন সহকারী অধ্যাপক লিটন মিত্র। কিন্তু ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিষয়ের নাম উল্লেখ করা হয় 'প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি'। ৮০ শতাংশ প্রশ্নই করা হয় প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক। এ নিয়ে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সুভিকনা মজুমদারের সঙ্গে লিটন মিত্রের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়।

এ বিষয়ে শিক্ষক লিটন মিত্র বলেন, 'ওই বর্ষের প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়টি আমি পড়িয়েছি শিক্ষার্থীদের। সেই হিসেবে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করে প্রশ্নপত্র জমা দিই আমি। কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি প্রশ্ন করা হয়েছে প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে। প্রশ্ন মডারেট হলে কি কোর্সের নামও পরিবর্তন হয়ে যায়? এ কারণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে অভিযোগ করি।'

লিটন মিত্র জানান, পরীক্ষা শেষে মূল্যায়নের জন্য তাঁকে উত্তরপত্র দেওয়া হয়। বিষয়টি যেহেতু তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াননি, তাই পরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পরামর্শে উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করেই পরীক্ষা কমিটির

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

দুই শিক্ষকের দ্বন্দ্বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতির কাছে উত্তরপত্রগুলো তিনি জমা দেন। একই সঙ্গে বিষয়টি তদন্ত করতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে তিনি চিঠি দেন।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানান, 'কোর্সের নাম পরিবর্তন ও সিলেবাসবহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছে' দাবি করে তাঁর কাছে লিখিত অভিযোগ করেন শিক্ষক লিটন মিত্র। পরে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে আরেক শিক্ষক সুভিকনা মজুমদার চিঠি দিয়ে তাঁকে জানান প্রশ্ন ঠিকই ছিল। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন সুভিকনা মজুমদার ভুল তথ্য দিয়েছেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, 'সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের স্বার্থে বিষয়টি মীমাংসা করতে তাঁদের বলি। কিন্তু এক বছরেও তাঁরা সেটি পারেননি। একজনের সঙ্গে আরেকজনের দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।'

তবে জানতে চাইলে সুভিকনা মজুমদার বলেন, 'প্রশ্নপত্র যদি ভুলই হয়, সেটি পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা তো আমার একার নয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করুক। তারাই তদন্ত করুক, আর দায়ীকে শাস্তি দিক।' তিনি জানান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পরামর্শে ৩০৮ নম্বর কোর্সের উত্তরপত্রগুলো তাঁর কাছে রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় তিনি অন্য কোনো শিক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে দেননি।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিতে বলেছেন এমন প্রশ্নে সুভিকনা মজুমদার বলেন, 'তাহলে সেটি করবে বিভাগের সভাপতি।'

এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শান্তি রানী হালদারের বক্তব্য জানতে তাঁর মুঠোফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কয়েকজন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী নাম না প্রকাশের শর্তে জানান, চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছেন অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা। অথচ তাঁদের তৃতীয় বর্ষেরই ফল প্রকাশ হয়নি। শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের খেসারত কেন তাঁদের দিতে হচ্ছে এ প্রশ্নও করেন অনেকে।

সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষকেরা জানান, তৃতীয় বর্ষের (২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী ১৬ জন। এই বর্ষে মোট আটটি বিষয় পড়ানো হয়।